১৪৬৫-বি.সি.ডব্লু,তাং:- ৩০/০৪/২০১০-এ সূচিত নির্দেশাবলীর মূল অংশের বঙ্গানুবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ বিভাগ
মহাকরণ, কলকাতা-৭০০০০১

নং:- ১৪৬৫-বি.সি.ডব্লু / এম.আর-৬৭/১০ **তাং:- ৩০/৪/২০১০**

স্মারকলিপি

তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতির শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশাবলী

তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের দরখাস্তগুলির নিষ্পত্তি করে শংসাপত্র প্রদানের জন্য সরকার কিছুদিন যাবত একটি সুদৃঢ় নির্দেশাবলী জারি করার কথা চিন্তা করেছে, যাতে এই শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্যতার নিরূপন সংক্রান্ত কী ধরনের নথিপত্র লাগবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি (সনাক্তকরণ) বিধি ১৯৯৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি (সনাক্তকরণ) নিয়মাবলী, ১৯৯৫ এর নিয়মানুযায়ী তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্রের জন্য দরখাস্তের নিষ্পত্তিকরণের পদ্ধতি পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি ও জনজাতি (সনাক্তকরণ) নিয়মাবলী, ১৯৯৫ এর অন্তর্গত ৭-এর 'এ','বি','সি','ডি' ও 'ই' ধারায় উল্লেখ আছে।

এখন তপসিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি (সনাক্তকরণ) বিধি, ১৯৯৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি (সনাক্তকরণ) নিয়মাবলী, ১৯৯৫ এর ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ করে মাননীয় রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী তৈরী করা হয়েছে যাতে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানের জন্য দ্রুত দরখাস্ত গ্রহণ করা এবং নিষ্পত্তি করা যায়।

১। এই আইনের ৫নং ধারা অনুসারে মহকুমাগুলির ক্ষেত্রে মহকুমা শাসক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা শাসক (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা শাসক দ্বারা নির্দিষ্ট) তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি শংসাপত্র প্রদানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ। এই নিয়মাবলীতে দরখাস্তের একটি বয়ান (ফর্ম-১) দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রধানত অনলাইনে তপশিলী জাতি জনজাতিদের শংসাপত্র প্রদানের দরখাস্ত পূরণের জন্য (ফর্ম১-এ) একটি বয়ানও চালু করা হয়েছে। একটি শংসাপত্রের দরখাস্তের জন্য উপরি উল্লিখিত উভয় বয়ানই ব্যবহার যোগ্য।

২। (মূল নির্দেশাবলীতে ভুলক্রমে প্রথম অনুচ্ছেদের পুনরুক্তি হওয়ায় বতিল যোগ্য)

৩। তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতিদের শংসাপত্রের বয়ানের ক্ষেত্রে নং ৮২৩-বি.সি.ডব্লু, তাং-৮/৩/২০১০ দ্বারা নিয়মাবলী সংশোধনের মাধ্যমে যে বয়ানটি তৈরি হয়েছে সেটি ব্যবহৃত হবে। শংসাপত্রের বয়ানটি এই আদেশনামার সঙ্গে সংযোজিত হল।

৪। শংসাপত্রের জন্য দরখাস্ত অন-লাইনের মাধ্যমে 'www.castecertificatewb.gov.in' এই ওয়েবসাইটের সাহায্যে করা যাবে। যদি দরখাস্ত অনলাইনে করা হয় তাহলে আবেদনকারী তাঁর পূরণ করা দরখাস্তটির কপি এবং রসিদ নম্বর সহ একটি স্বীকৃতি পত্র ডাউনলোড করতে পারেন, যার তথ্য ব্যবহার করে যে কোন সময় তিনি তাঁর দরখাস্ত সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবেন। অনলাইনে দরখাস্ত পূরণ করার থেকে ৬০ দিনের মধ্যে মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবারে আবেদনকারী পূরণ করা দরখাস্তটি যথার্থ ভাবে স্বাক্ষর করে নিজ দাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সমেত জমা করবেন। ঐ একই দিনে তার দরখাস্তের উপর ভিত্তি করে শুনানী হবে এবং আবেদনকারীর আনা আসল নথিপত্রের সাথে তাঁর দরখাস্তের প্রতিলিপি মিলিয়ে দেখা হবে। তারপর দরকার মনে করলে দরখাস্তের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য ক্ষেত্র-অনুসন্ধান হবে।

৫। যখন অন-লাইনের বদলে আবেদনকারী কাগজে লিখে দরখাস্ত পাঠাবেন, তখন গ্রহনকারী কার্যালয় সকল আবেদনপত্র একই ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত করবেন এবং সেগুলোর নিষ্পত্তিকরণের জন্য একই প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন। গ্রহনকারী কার্যালয় থেকে দেওয়া লিখিত রসিদে একই নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে আবেদনকারী দরখাস্ত করার থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবার গুলিতে শুনানীর জন্য আসতে পারেন এবং দাবীর সমর্থনে নিজে এসে সকল আসল নথিপত্র জমা করতে পারেন।

৬। এই পদ্ধতি অন-লাইন ব্যবস্থা শুরু হলে চালু হবে। এর আগে পর্যন্ত দরখাস্ত জমা নেওয়া এবং তার নিষ্পত্তি করণে বর্তমান পদ্ধতি চালু থাকবে।

৭। শংসাপত্র প্রদানের নির্দেশানুসারে বিভিন্ন ব্লকের ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা হলেন সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ। কলকাতা বাদে পুরসভা এলাকাগুলিতে মহকুমা শাসক দ্বারা নির্দিষ্ট আধিকারিক (তিনি উপ সমাহর্তার নীচে পদাধিকারী নন) হলেন সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ। কলকাতার ক্ষেত্রে সুপারিশকারী কর্তৃপক্ষ হলেন জেলা উন্নয়ন আধিকারিক, কলকাতা।

৮। ব্লকে বসবাসকারী আবেদনকারীরা তাঁদের নির্দিষ্ট ব্লক অফিসে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, একটি মহকুমার অধীনে পুরসভা এলাকার বসবাসকারী আবেদনকারীরা নির্দিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। কলকাতার ক্ষেত্রে জেলা উন্নয়ন আধিকারিক-এর (কলকাতা) দপ্তরে দরখাস্ত জমা করা যেতে পারে। জেলা উন্নয়ন আধিকারিক (কলকাতা) কলকাতা পৌরনিগমের বোরো অফিসগুলিতে দরখাস্ত জমা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। দরখাস্ত গ্রহণকারী অফিসগুলি আবেদনকারীদের দরখাস্ত জমা দেওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বুধবারগুলিতে শুনানীতে তাঁদের দাবীর স্বপক্ষে নথিপত্রসহ অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাবেন।

৯। তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের শংসাপত্রের দরখাস্তের নিষ্পত্তিকরণের জন্য পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সেগুলি হল :

ক) আবেদনকারীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
খ) তাঁকে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
গ) তাঁকে বর্তমান ঠিকানায় সাধারণ বাসিন্দা হতে হবে।
ঘ) তাঁকে তপশিলী জাতি কিংবা জনজাতি শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।
ঙ) তাঁর পরিচিতি।

১০। ভারত সরকারের সারা দেশে বলবৎযোগ্য আদেশানুসারে, একজন তপশিলী জাতি বা জনজাতিভুক্ত ব্যক্তি অন্য রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হলে, সেই ব্যক্তি যে রাজ্য থেকে স্থানান্তরিত হলেন সেই রাজ্যে তপশিলী জাতি বা জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার জন্য দাবী করতে পারেন, কিন্তু যে রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সেখানে সেই দাবী করতে পারেন না। ১৯৫০ সালের পরে যে ব্যক্তি ভিন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছেন, সেই ব্যক্তি যে জাতি বা জনজাতি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তা পশ্চিমবঙ্গে তপশিলী জাতি বা জনজাতি হিসাবে স্বীকৃত হলেও রাজ্য সরকারের প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না।

১১। কোন পুরুষ / স্ত্রীলোক জন্মসূত্রে তপশিলী জাতি কিংবা জনজাতিভুক্ত নন কিন্তু যদি তিনি তপশিলী জাতি কিংবা জনজাতিভুক্ত স্ত্রীলোক / পুরুষকে বিবাহ করেন, তবে তাঁকে তপশিলী জাতি / জনজাতি হিসাবে গণ্য করা হবে না। অনুরূপভাবে, যদি তপশিলী জাতি / জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত এমন কোন ব্যক্তি তপশিলী জাতি বা জনজাতিভুক্ত নন এমন কাউকে বিবাহ করেন তবে তিনি পূর্বের মতই তপশিলী জাতি / জনজাতি হিসাবেই গণ্য থাকবেন।

১২। তপশিলী জাতি হিসাবে দাবীদার ব্যক্তিকে হিন্দু, শিখ বা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হতে হবে। তপশিলী জনজাতি হিসাবে দাবীদার ব্যক্তি যে কোন ধর্মাবলম্বী হতে পারেন।

১৩। প্রায়শই অভিযোগ আসে যে, শংসাপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ একটি মাত্র শর্ত প্রমানের জন্য একাধিক নথিপত্র দাবী করে থাকেন। নথিপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কোন বিভ্রান্তি দূর করতে এটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে উপরের ৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত শর্তের প্রমানের স্বপক্ষে প্রতিটি বিষয়ের জন্য নিম্নোক্ত তথ্যগুলির যে কোন একটিই প্রমান হিসাবে যথেষ্ট।

ক) নাগরিকত্বের জন্য :-

১) নাগরিকত্বের শংসাপত্র।
২) আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতামাতার নির্বাচনী পরিচয় পত্র।
৩) আবেদনকারীর নিজের বা তাঁর পিতামাতার প্রত্যয়িত ভোটার তালিকা।
৪) নিজের অথবা পিতামাতার প্যান কার্ড।
৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৬) পিতা বা মাতার জাতি শংসাপত্র।
৭) নাগরিকত্ব প্রমানের জন্য যে কোন সরকারী নথি।

নোট- এই সকল নথপপত্রের সত্যতার বিষয়ে তখনই প্রশ্ন উঠবে যখন দৃঢ় কারণযুক্ত ধারনা থাকবে, যে এই সকল নথিপত্র ভুল তথ্য দিয়ে সংগ্রহ করা হয়েছে।

খ) স্থায়ী বাসস্থানের জন্য :-

১) জমি সংক্রান্ত দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২) ভোটার তালিকা যার ভিত্তিতে প্রমান হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৩) জন্মের শংসাপত্র যার ভিত্তিতে প্রমান হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে স্থায়ী বাসিন্দা।
৪) রেশন কার্ডে যার ভিত্তিতে প্রমান হয় যে ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা।
৫) পিতা অথবা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৬) ১৯৫০ সাল থেকে বসবাসের প্রমাণের জন্য যে কোন সরকারী নথিপত্র।

গ) **স্থানীয় বাসস্থানের জন্য :-**

১) জমির দলিল অথবা জমির খাজনার রসিদ।
২) আবেদনকারীর নিজের বা তার পিতামাতার নির্বাচনের পরিচয়পত্র।
৩) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে শংসাপত্র।
৪) পিতা বা মাতার জাতিগত শংসাপত্র।
৫) জন্ম শংসাপত্র।
৬) রেশন কার্ড।
৭) ভাড়ার-রসিদ।
৮) জাতীয় ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের বা সমবায় ব্যাঙ্কের পাশ বই।
৯) দারিদ্র্য সীমা নীচে বসবাসকারী ব্যক্তিদের কার্ড।
১০) যে কোন সরকারী নথি যার দ্বারা স্থানীয় বাসস্থানের প্রমাণ হয়।

ঘ) **জাতিগত পরিচিতি :-**

১। পিতৃকূলের রক্তের সম্পর্কিত কারও জাতিগত শংসাপত্র এবং সেই সম্পর্কের প্রমাণ।
২। জমির পুরনো দলিলের প্রতিলিপি (১৯৫০ সালের পূর্বে) যাতে গোষ্ঠীর নাম উল্লিখিত থাকবে।
৩। যে কোন সরকারী নথি যাতে জাতিগত পরিচিতি প্রমাণিত হয়।

ঙ) **পরিচিতির জন্য :-**

১) পরীক্ষার প্রবেশ পত্র।
২) ভোটারের পরিচয় পত্র।
৩) প্যান কার্ড।
৪) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ থেকে জন্মের শংসাপত্র।
৫) শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকারীর দেওয়া পরিচয় পত্র।
৬) ব্যাঙ্ক একাউন্টের পাশ বই।
৭) দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ব্যক্তির কার্ড।
৮) যে কোন সরকারী নথি যা দ্বারা পরিচিতি প্রমাণ হয়।

১৪। উপরে উল্লিখিত তালিকাতে, গ্রাম প্রধান, পৌরসভার সভাপতি, পৌরসভার পুরপিতা, বিধায়ক এবং সাংসদের দেওয়া শংসাপত্র অন্তর্ভূক্ত হয়নি। ১৩ (ক) থেকে (ঙ) তে উল্লিখিত শংসাপত্রগুলি কোনটি না পাওয়া গেলে গ্রাম প্রধান / পৌরসভার সভাপতি / পৌরসবার পুরপিতা / বিধায়ক বা সাংসদদের দেওয়া শংসাপত্রের যে কোন একটি এবং সেই সঙ্গে অনুসন্ধানের প্রতিবেদন এবং শুনানীর বিবরণ বিচার করে আবেদনকারীর যোগ্যতা নির্ধারণ করতে হবে।

১৫। এটা উল্লেখ্য যে, একজন আবেদনকারী তার দাবীর স্বপক্ষে কোন রকম নথিপত্র সমন্বিত প্রমাণ ছাড়াও আবেদন করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতিগত শংসাপত্র, বাসস্থান বা নাগরিকত্বের নথিপত্রের প্রমাণের অভাবে কোন আবেদন প্রত্যাখান করা যাবে না। এই সকল ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের শংসাপত্র, স্থানীয় পৌরসভার সভাপতি বা পৌরসভার স্থানীয় পুরপিতার শংসাপত্র এবং সেই সঙ্গে স্থানীয় অনুসন্ধানের প্রতিবেদন যথাযথ বলে বিবেচিত হবে।

১৬। শংসাপত্রের আবেদনের জন্য বয়সের কোন বিধি নিষেধ নেই। সুতরাং বয়সের জন্য কোন প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই।

১৭। যেহেতু তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতি অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গকে দীর্ঘ দিন ধরে শংসাপত্র প্রদান করা হচ্ছে, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের পিতৃকূলের কেউ না কেউ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে শংসাপত্র পেয়ে থাকতে পারেন। যদি কোন আবেদনকারী সেই ধরনের কোন শংসাপত্র তাঁর জাতিগত পরিচয়ের প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন, তবে তার নিজস্ব পরিচয় এবং সেই শংসাপত্রাধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর রক্তের সম্পর্কের প্রমাণ দিতে পারলে এবং সেই শংসাপত্রটির সত্যতা নিরুপণ সাপেক্ষে আবেদনকারীকে শংসাপত্র প্রদান করা হবে।

১৮। অবশ্য, বেশ কিছু আবেদনকারী আছেন যাঁরা প্রথম প্রজন্মের আবেদনকারী এবং সেক্ষেত্রে শংসাপত্র প্রমানের জন্য পৈতৃক রক্ত সম্পর্কীয় শংসাপত্র পেশ করতে অপারগ। এই সকল ক্ষেত্রে জাতিগত প্রমাণ ক্ষেত্র-অনুসন্ধান এবং গনশুনানীর মাধ্যমে স্থির করা হবে। এই সকল ক্ষেত্রে পরিচিতিকরণ সহজ করার জন্য এই নির্দেশনামার সঙ্গে সংযোজিত বয়ানে আবেদনকারীর কাছ থেকে একটি হলফনামা চাওয়া যেতে পারে যেখানে আবেদনকারীকে ঘোষনা করতে হবে যে, তিনি শংসাপত্র পাওয়ার যোগ্য। ক্ষেত্র-অনুসন্ধান এবং শুনানীতে যদি কোন বিরূপ প্রমাণ পাওয়া না যায়, তাহলে আবেদনকারীর জাতিগত পরিচয় এবং শংসাপত্র লাভের যোগ্যতা নিরূপনের

জন্য হলফনামাটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১৯। প্রায়শই অভিযোগ আসে যে, একজন আবেদনকারী জাতিগত প্রমানের জন্য আবেদনকারীকে স্থানীয় ৫, এমনকি ১০ জন ব্যক্তির বিবৃতি উপস্থাপিত করতে বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় সেই ধরনের বিবৃতি শিক্ষক বা সরকারী কর্মিদের কাছ থেকেও গ্রহন করে দাখিল করতে বলা হয়। এতে আবেদনকারীর অযথা হয়রানি হয়। এই প্রসঙ্গে এটা পরিস্কার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, শংসাপত্রের আবেদনের নিষ্পত্তির জন্য এ ধরনের বিবৃতির কোন প্রয়োজন নেই। যেখানে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য উপযুক্ত নথিপত্র নেই, সেক্ষেত্রে ক্ষেত্র-অনুসন্ধান বা গণশুনানী গ্রহণ করতে হবে। এই সকল অনুসন্ধান বা শুনানীতে স্থানীয় ব্যক্তিদের দেওয়া সাক্ষ্য নথিভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় ব্যক্তিদের থেকেও এজাহার নেওয়া যেতে পারে। শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন কোন নথিপত্র ছাড়া বা অপর্যাপ্ত নথিপত্র সহ হলে ক্ষেত্র-অনুসন্ধান / শুনানী এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত/ পুরসভা থেকে পাওয়া শংসাপত্র এবং হলফনামার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

২০। শংসাপত্র প্রদানের সকল দরখাস্ত সময়মত নিষ্পত্তিকরণের জন্য নিয়মিত ব্যবধানে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করতে হবে। এই সকল শিবিরে দরখাস্ত গ্রহণ, গণশুনানি এবং শংসাপত্র বিতরণ করতে হবে। শিবিরগুলি এমন ভাবে সংগঠিত করতে হবে, যে দরখাস্তগুলি জমা পড়ার তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তিকরণ করা যায়। যেহেতু বেশীর ভাগ আবেদনকারীই বিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, তাই এই সকল শিবিরগুলি উচ্চবিদ্যালয়ে এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজন করতে হবে।

২১। সাধারণভাবে, শংসাপত্র প্রদানের জন্য আবেদন জমা করার তারিখ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করতে হবে, একবার জমা দেওয়ার পরে একজন আবেদনকারীর তাঁর আবেদন পত্রটি কী অবস্থায় আছে তা জানার অধিকার আছে। যদি আবেদনকারী দাবী করেন, তাহলে তাঁকে তাঁর আবেদনের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাতে হবে।

২২। শংসাপত্রের জন্য একটি নতুন আবেদন ফর্মের বয়ান (প্রচলিত বয়ানের সামান্য সংশোধন করে) তৈরী করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞাত করা হয়েছে। শংসাপত্রের জন্য উভয় বয়ানই পূরণ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। বয়ানটি অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইটে (Website: www.anagrasarkalyan.gov.in) পাওয়া যাবে। এই ব্যাপারে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্যাদি ওয়েবসাইটটি নিয়মিত দেখলে জানা যাবে। শংসাপত্রের ব্যাপারে সমস্ত মুখ্য নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং তপশিলী জাতি/জনজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সর্বশেষ তালিকা এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২৩। তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতির ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ প্রকাশিত হওয়ার পরে যে ব্যক্তি অন্য রাজ্য / কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছেন, সেই ব্যক্তিও শংসাপত্রের জন্য আবেদন করতে পারেন, যদিও সেই ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রদত্ত তপশিলী জাতি এবং তপশিলী জনজাতির ক্ষেত্রে প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না। সেই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সকল ব্যক্তিকে শংসাপত্র প্রদান করতে পারেন, যদি সেই ব্যক্তি তাঁর পিতা বা মাতার নিজস্ব রাজ্য থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত শংসাপত্রটি পেশ করতে পারেন। তবে শংসাপত্র প্রদানের আগে যদি নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে বিশদ অনুসন্ধান প্রয়োজন, তবে ঐ ব্যক্তি যে রাজ্য থেকে এসেছেন সেই রাজ্যে অনুসন্ধান হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে আবেদনকারী যে জাতি / জনজাতি ভূক্ত তা পশ্চিমবঙ্গের তপশিলী জাতি / জনজাতির তালিকাভুক্ত হলে বা না হলেও শংসাপত্র প্রদান করা যেতে পারে। এই শংসাপত্র একটি ভিন্ন বয়ানে প্রদান করা হয়, যা এই স্মারকলিপিটির সাথে সংযোজিত হয়েছে।

স্বাক্ষর
প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার